আই কেয়ার প্রোগ্রাম
মানবিক সাহায্য সংস্থা

EYE CARE PROGRAM
Manabik Shahajya Sangstha

আর্থসামাজিক উন্নয়নে সাফল্যের ৫০ বছর ১৯৭৪-২০২৪
MSS Working for the People

কার্যক্রম প্রতিবেদন ২০১৪-২০২৫

ভূমিকা:

মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) ২০১৪ সালের জুন মাসে আই কেয়ার প্রোগ্রাম (ইসিপি) এর যাত্রা শুরু করে। ইসিপি – এমএসএস কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্ব চিহ্নিতকরণ ও চিকিৎসা করা, চোখের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চোখের যত্ন সম্পর্কিত সক্ষমতা ও সহজলভ্যতা বাড়ানো। ইসিপি – এমএসএস মূলত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নিরাময়যোগ্য অন্ধত্ব দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় মানসম্মত চোখের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে ।

ইসিপি এর প্রধান কার্যক্রমসমূহ:
ফ্রি পাবলিক আই ক্যাম্প ও অস্ত্রোপচার:

- ২০১৪ সালের জুন থেকে ইসিপি মোট **৪৬০টি** আই ক্যাম্প পরিচালনা করেছে, যেখানে **২,০৯,৭৮৩ জন** রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।
- **৪৩, ০৯৯** জনকে চশমা এবং **৯,২৩২** জনকে ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে।
- আই ক্যাম্পে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা, চশমা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষীণদৃষ্টিজনিত সমস্যা সংশোধন, ওষুধ প্রদান এবং ছানি সহ বিভিন্ন জটিল চোখের রোগ চিহ্নিত করে সফলভাবে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়।

ইসিপি – এমএসএস পরিচালিত আইক্যাম্পসমূহ সাধারণত স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে করে এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী সহজেই চিকিৎসা পেতে পারে।

ইসিপি – এমএসএস এ আগত সর্বকনিষ্ঠ রোগীর চক্ষুপরীক্ষা করছে

চিকিৎসাগ্রহণের আশায় আগত দুস্থ ও অসহায় রোগীদের অপেক্ষমান সারি

দীর্ঘ এক দশকের এ পথ চলায় আই কেয়ার প্রোগ্রাম এমন একটি বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে, যেখানে সবাই প্রয়োজনীয় চক্ষু সেবা পাবে এবং নিরাময়যোগ্য অন্ধত্ব প্রতিরোধ করা যাবে। বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য একটি টেকসই স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংস্থাটি চক্ষুসেবা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে, যাতে সবাই সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবনযাপন করতে পারে। দারিদ্রতার কারনে কেউ যেনো অন্ধত্ব বরন না করে – সে লক্ষ্য অর্জনে ইসিপি বদ্ধ পরিকর।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: আই কেয়ার প্রোগ্রাম – এমএসএস
অ্যাপ্ট - ১এ, বাড়ি - ১১৯, রোড - ৪, ব্লক- এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।ফোন: +৮৮০-১৭৩০০২৪০৩৩,
ইমেইল:eyecare@mssbd.org, ওয়েবসাইট: http://mssbd.org/our-program/eye-care-program/

ছিটমহলবাসীদের চোখের সেবায় আই কেয়ার প্রোগ্রাম

দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা একটি ২২.৬৮ বর্গ কিলোমিটারের বাংলাদেশি ছিটমহল, যা ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে জনসংখ্যা ১৬,৯৫৫ জন। ১৬ মে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশ ও ভারত নিজেদের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় করে। বাংলাদেশ ২.৬৪ বর্গমাইল এলাকা বিশিষ্ট বেড়ুবাড়ি ভারতের কাছে হস্তান্তর করে এবং এর বিনিময়ে ১৭৮ মিটার × ৮৫ মিটার আয়তনের একটি ভূখণ্ড লাভ করে, যা তিন বিঘা করিডোর নামে পরিচিত। এটি দহগ্রামকে পাটগ্রাম উপজেলা, লালমনিরহাট জেলার সাথে সংযুক্ত করেছে।

দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা এলাকায় উন্নয়নের পরিমাণ খুবই সীমিত। ইউবিকো এবং ইসিপি – এমএসএস দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ইউনিয়নের স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে চক্ষু সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়। ২ জুন ২০২৪ তারিখে একটি স্কুল ভিশন টেস্টিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৮৫৯ শিক্ষার্থীর চোখ পরীক্ষা করা হয়, ২৭টি চশমা ও ১৩৩টি আই ড্রপ বিতরণ করা হয়। ২৭টি চশমা ৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রদান করা হয়

দহগ্রামের কদু – আমতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেবাগ্রাহক শিক্ষার্থীগণ

মহিমপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের চোখ পরীক্ষা করছেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ

দুর্গম চরাঞ্চলে ইসিপি এর কার্যক্রম

চর হল এমন ভূমি যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল নদী ও তার অসংখ্য উপনদীর দ্বারা বহন করা বিপুল পরিমাণ বালি, পলি ও কাদা জমে গঠিত হয়। বন্যা, নদীভাঙন, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, বেকারত্ব, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার অভাব – এই সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের মানুষের তুলনায় চরাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা অনেক বেশি কঠিন করে তোলে। বাংলাদেশের প্রায় ৫০ লাখ মানুষ চরে বসবাস করে।

ইসিপি–এমএসএস চর অঞ্চলের মানুষের জন্য চক্ষু সেবাকে সহজলভ্য করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে, ইসিপি–এমএসএস ২১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার যাদুর চর ইউনিয়নে একটি আই ক্যাম্পের আয়োজন করে।এই আই ক্যাম্পে মোট ৩৫১ জন রোগীর চোখ পরীক্ষা করা হয়। রোগীদের মধ্যে ১০৪টি রিডিং চশমা এবং ৭১০টি ঔষধ বিতরণ করা হয়। এছাড়া, ৫৫ জন রোগীর মধ্যে ৩৭ জনের ছানি অপারেশন সম্পন্ন করা হয়, যা আমাদের অংশীদার হাসপাতাল ইস্পাহানি ইসলামিয়া আই ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হাসপাতাল, জামালপুরে পরিচালিত হয়।

জাদুর চর আই ক্যাম্পে আগত রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহন

বিবরণ	জুলাই ২০১৪ - ডিসেম্বর ২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	সর্বমোট
আই ক্যাম্প	১৮	২৭	২৯	৬৩	৪৩	৫৭	১০৩	৭৭	৪৩	**৪৬০**
স্ক্রিনিংকৃত স্কুল	প্রযোজ্য নহে	৪	২৩	৭৫	২০	২	৩৫	২৬	১৯	**২০৪**
ক্যাম্পে রোগী পরীক্ষা	৭,৫২১	৯,২৭৬	১৮,৫২৫	২৮,৪৯২	১০,৮৪৯	১০,৪১৪	৩১,৩৫৮	২৫,৩৭৯	২০,৮৮১	**১,৫২,৬৯৫**
শিক্ষার্থীদের চক্ষু পরীক্ষা	প্রযোজ্য নহে	৮৭৭	৫,৩৫৫	২৩,৮৩৮	৮,২৪৩	১২৯	৪,৬৯২	২,৮৮২	৩,০৩১	**৪৯,০৪৭**
ছানি অপারেশন	৫৪৬	৭৯৭	১,৫২০	৩,৬৫২	১,৫০৭	১,৬৪৮	৫,১২০	৪,১৫৩	২,২৬৪	**২১,২০৭**
বিতরণকৃত চশমা	৫২১	৩,২০৫	৭,২৩৯	৯,৫১৬	৩,২৩০	২,৫৪০	৮,০৭০	৬,০৬৫	২,৭১৩	**৪৩,০৯৯**
বিতরণকৃত ওষুধ	প্রযোজ্য নহে	৪৬৮	১,৭৬৭	১,৩১৪	১,৪১৮	৬২৩	২,৭১৪	১০৯	৮১৯	**৯,২৩২**
দাতা সংখ্যা	প্রযোজ্য নহে	৯২	১০১	৫০	১৬	২৫	১৭	২৫	৫১	**৩৭৭**
অংশীদার হাসপাতাল	১	১৪	৬	০	০	২	৩	০	১	**২৭**

আহসান হাবিবের ছানি অপারেশন বদলে দিল তার জীবন

৬৭ বছর বয়সী আহসান হাবিব, ঠাকুরগাঁওয়ের প্রামাণিক পাড়ার এক দিনমজুর, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে জীবনের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিলেন। ছানির কারণে তার চোখের অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে তিনি স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারছিলেন না, যা তার পরিবারকেও আর্থিক ও মানসিকভাবে বিপদে ফেলেছিল।

তবে তার জীবনে পরিবর্তন আসে ইসিপি এর বিনামূল্যে ছানি অপারেশন ক্যাম্পের খবর পেয়ে। তিনি ক্যাম্পে অংশ নেন এবং সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধার হয়।

দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার পর, আহসান পূর্বের কর্মহীন জীবনে ফিরে না গিয়ে নিজের গ্রামে একটি ছোট দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নেন। একজন দিনমজুর থেকে উদ্যোক্তায় পরিণত হওয়া আহসানের গল্প প্রমাণ করে যে **সঠিক চিকিৎসা ও সহায়তা মানুষকে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনে সক্ষম করে।**

দৃষ্টি ফিরে পাওয়া: সুমির এগিয়ে চলার গল্প

বারোবাড়ি বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডিমলা, নীলফামারীর পঞ্চম শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী **সুমি আক্তার** মাত্র বারো বছর বয়সে এক নীরব লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়েছিল, যা তার পড়াশোনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিল। সে শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে লেখা স্পষ্টভাবে দেখতে পারত না এবং প্রায়ই মাথাব্যথা ও চোখ দিয়ে পানি পড়ার সমস্যায় ভুগত। সুমি একটি **ক্ষীণদৃষ্টি জনিত সমস্যা** দীর্ঘদিন যাবত ভুগছিলো।

ইসিপি সুমির স্কুলে চক্ষু পরীক্ষা চালায় এবং তার দৃষ্টিক্ষীণতার সমস্যার নির্ণয় করে। চিকিৎসকরা তার জন্য কাস্টমাইজড চশমা ব্যবহার করার পরামর্শ দেন, যা তার দৃষ্টিশক্তি সংশোধন করে। নিয়মিত চশমা ব্যবহারের পরই তার মাঝে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় – **সুমির দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হয়ে আসে, এবং সে আর কোনো অসুবিধা ছাড়াই পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে।** ইসিপি নীলফামারীর ডিমলা থানার **খগাখড়িবাড়ি ইউনিয়নের ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে** এসএসপরিচালনা করে। এই কর্মসূচির আওতায় **১,৮৯৩ জন শিক্ষার্থীর চোখ পরীক্ষা করা হয়,** এবং **১৯৭টি ওষুধ ও ১০০টি চশমা** বিতরণ করা হয়।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইট টেস্টিং প্রোগ্রাম (ISTP)

২০১৮ সালে চালু হওয়া এই কর্মসূচির মাধ্যমে ৮টি কারখানার ৬,৬৯৬ শ্রমিককে চোখের চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। ১,৬৮৭টি কাস্টমাইজড চশমা ও ২,১২৫টি ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে।৫০ জন ছানি রোগী শনাক্ত হয়েছে এবং ২৪টি সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে আমরা আরও একটি গার্মেন্টেসে চক্ষুসেবা প্রদান করছি, যার শ্রমিক সংখ্যা ৪০০ জন।

নিরাপদ সড়কের জন্য চোখের স্বাস্থ্য কর্মসূচি (HERS)

২০১৯ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, ৭০% গণপরিবহন চালক দৃষ্টিশ----ক্তি সমস্যার সম্মুখীন। এ সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে ঢাকার তেজগাঁও ট্রাক স্ট্যান্ড ও সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে চালকদের জন্য চক্ষু পরীক্ষা শিবির পরিচালনা করা হয়। সর্বমোট ৫৪৫ জন পরিবহন শ্রমিকের চোখ পরীক্ষা করা হয়, যার মধ্যে ১৫৫ জনকে চশমা ও ২৯১ জনকে ঔ সরবরাহ করা হয়।

চক্ষু সেবা হেল্পলাইন (ECH):

কোভিডকালীন ৭ জুন ২০২০ থেকে MSS চক্ষু সেবা হেল্পলাইন চালু করে, যা ৮০০ জন রোগীকে টেলিমেডিসিন সেবা দিয়েছে। সেবাগ্রাহকদের মাঝে ৩৪১ জন গৃহিণী, ১৬৭ জন চাকরিজীবী, ২৪ জন কৃষক, ৮৪ জন শিক্ষার্থী, ১১৩ জন ব্যবসায়ী, ২৫ জন শিশু, ৭ জন শিক্ষক, ৪ জন চালক ও ৩৫ জন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। হেল্পলাইনের মাধ্যমে রোগীরা টেলিফোন ও ভিডিও কলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন।

স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের চোখের সেবায় ইসিপি

ইটস হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের পাচখোলা বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী ইসিপি – এমএসএস এর এসএসটিপিতে চোখ পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৪৯,০৪৭ শিক্ষার্থী ইসিপি-এর চক্ষু সেবা পেয়েছে।

এসএসটিপি তথ্যাবলী

২০১৭ – ২০২৪

স্কুল সংখ্যা - ২০৪

শিক্ষার্থীদের চক্ষু পরীক্ষা – ৪৯,০৪৭

বালিকা - ২৬৯৯০

বালক - ২২০৫৭

চশমা বিতরণ - ১৩৬৮

ঔষধ বিতরণ - ১৮৫৬

আই প্রবলেম প্ল্যাকার্ড - ২৮৬

সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ
৪৮৯৫৬

সচেতনতামূলক পোস্টার বিতরণ
১০৩০

সচেতনতামূলক উপস্থাপনা
৯০৩

এসএসটিপি (SSTP) অক্টোবর ২০১৭ সালে সুবিধাবঞ্চিত স্কুল শিক্ষার্থীদের চক্ষু সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে চালু করা হয়। এই কর্মসূচিটি মূলত স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন ও দৃষ্টিহীনতার ঝুঁকিতে থাকা স্কুলগামী শিশুদের শনাক্ত করে তাদের চোখের স্ক্রিনিং, চশমা, ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় রেফারেল সেবা প্রদান করার জন্য পরিকল্পিত।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের দূরবর্তী ও গ্রামীণ এলাকার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে প্রাথমিক চক্ষু সেবা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। চোখের যত্ন, নিয়মমাফিক চোখ পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং চোখের সুরক্ষায় খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: আই কেয়ার প্রোগ্রাম – এমএসএস
অ্যাপ্ট - ১এ, বাড়ি - ১১৯, রোড - ৪, ব্লক- এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।ফোন: +৮৮০-১৭৩০০২৪০৩৩,
ইমেইল:eyecare@mssbd.org, ওয়েবসাইট: http://mssbd.org/our-program/eye-care-program/